গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা
রাজস্ব (এসএ) শাখা
www.satkhira.gov.bd

স্মারক নং: ৩১.৪৪.৮৭০০.০০৬.১০.২৪- ৪৭

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩০
১১ জানুয়ারি ২০২৩

জলমহাল ইজারার বিজ্ঞপ্তি

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার ২০ (বিশ) একরের উর্দ্ধে ১০ (দশ) টি বদ্ধ জলমহাল (১) রাজাপুর-১ খাল (বদ্ধ)-৬৪.০৯ একর জলমহাল, (২) রাজাপুর-২ খাল (বদ্ধ)- ২১.৩৭ একর জলমহাল, (৩) পাকুড়িয়া নদী (বদ্ধ)-১২০.২০ একর জলমহাল, (৪) মোকামখালী খাল (বদ্ধ)-৪০.২০ একর জলমহাল, (৫) হিমখালী খাল (বদ্ধ)-২০.২০ একর জলমহাল, (৬) ধাপুয়ার খাল (বদ্ধ)-২২.০৮ একর জলমহাল, (৭) তিতুখালী-২ খাল (বদ্ধ)-১৭.৪৩ একর জলমহাল, (৮) বড়সোরার খাল (বদ্ধ)-২৮.৮১ একর জলমহাল, (৯) চরভরাটি চুনার নদী (বদ্ধ)-২৬.২৮ একর জলমহাল, (১০) বাঁশতলা খাল (বদ্ধ)-৩২.০৭ একর জলমহাল বাংলা ১৪৩১ সন হতে ১৪৩৩ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে শুধুমাত্র নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতির নিকট ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	০১ মাঘ থেকে ০৫ মাঘের মধ্যে	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন।
২.	০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে সরকারি জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিল। অনলাইন আবেদনের লিংক- jm.lams.gov.bd
৩.	০৩ ফাল্গুন এর পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল।
৪.	১৬ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কাপি যাচাই-বাছাই।
৫.	২৬ ফাল্গুনের মধ্যে	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৬.	১০ চৈত্রের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন।
৭.	১৭ চৈত্রের মধ্যে	জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
৮.	২৩ চৈত্রের মধ্যে	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্য ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
৯.	১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

:শর্তাবলী:

১। জলমহালের আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা এর নামে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

২। জলমহাল নির্ধারিত ইজারা মূল্যের কম মূল্যে ইজারা দেয়া যাবে না।

৩। সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য নির্ধারিত ইজারা মূল্যের ২০% জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা এর নামে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে যা জলমহাল ইজারার শেষ বছরে ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অবশ্যই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।

৬। নির্বাহী কমিটিতে বা সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানটি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৭। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত/বর্তমানে কার্যকর অন্য কোন সমিতির প্রমাণ স্বরূপ সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র এবং বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিলের সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

৮। কোন ব্যক্তি অথবা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৯। সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।

১০। লীজ পাওয়া জলমহাল কোন ভাবেই সাবলীজ বা অন্যত্র হস্তান্তর করা যাবে না। কেবলমাত্র সরকারের অনুকূলে হস্তান্তর করা যাবে।

১১। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন/ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে।

১২। লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্যচাষ, উৎপাদন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনায় ও রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

১৩। আবেদনকারী সমিতি/সংগঠনের কোন ধরনের জঙ্গি সম্পৃক্ততা/পূর্বে কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধের খেলাপি থাকলে/জলমহাল সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা থাকলে ইজারা প্রদান করা যাবে না।

১৪। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত পাবে না।

১৫। খামের উপর জলমহালের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখতে/উল্লেখ করতে হবে।

১৬। জলমহালের দখল গ্রহণের পূর্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। যাতে প্রযোজ্য শর্তসমূহ উল্লেখ থাকে।

১৭। জলমহালের ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারা মেয়াদ একই বছরের ১লা বৈশাখ হতে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখ তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তাহলে তা সরকারী খাতে জমা হবে, ইজারা সমিতি/সংগঠন পাবে না এবং জলমহালের পরিসীমা যেখানে যে অবস্থায় আছে, তাহাই সঠিক হিসেবে ইজারাদারকে মেনে নিতে হবে।

১৮। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

১৯। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্যকোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

২০। সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি / বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত / ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্যসহ ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর বাবদ অর্থ সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ন টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহিতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন।

২২। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২৩। আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবল মাত্র নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ যে তারিখের জন্য ক্রয় করা হবে সেই তারিখে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় করা হবে শুধুমাত্র সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২৪। ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনেক্রমেই সাবলিজ দেওয়া যাবে না, যদি সাবলিজ দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবঙ জামানতসহ ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারাগ্রহিতা পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরে কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

২৫। মামলাজনিত কারণে/উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইন সংগত কারণে জলমহাল সমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৬। জলমহাল সংক্রান্ত বিধি সমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সরকারি বিধিমত প্রচলিত হারে আয়কর/ভ্যাট জমা দিতে হবে।

২৭। আদালতের কোন মামলা /প্রাকৃতিক কারনে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার কোন অজুহাত গ্রহনযোগ্য হবে না।

২৮। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে ইজারা বাতিল করা হবে।

২৯। লীজ গ্রহিতার জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষন করবেন যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালের অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

৩০। কোন জলমহাল জেলা জলমহাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কেউ যদি ঐ জলমহালের পুনরায় আবেদনপত্র দাখিল করে তাহলে আবেদনটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩১। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের কোন ধারা লঙ্ঘিত হয়।

৩২। অনুমোদিত ইজারা গ্রহিতা সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কর্তৃপক্ষ বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ ইজারা গ্রহিতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩৩। জলমহালের ইজারা নেয়ার পরে কোন সংগঠন/সমিতি জলমহাল ভরাট বা অন্য কোন অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন।

৩৪। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ ছবি ও মোবাইল নম্বর) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ ছবি ও মোবাইল নম্বর) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

১৪৩১-১৪৩৩ বাংলা সন পর্যন্ত ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা নিম্নরূপ

ক্র: নং	উপজেলার নাম	সায়রাত মহালের নাম	আয়তন (একরে)	বাংলা ১৪৩০ সনের নির্ধারিত ইজারা মূল্য	আবেদনপত্রের মূল্য (অফেরতৎযোগ্য)	মন্তব্য
০১	তালা	রাজাপুর-১ খাল (বদ্ধ) জলমহাল	৬৪.০৯	৪,৬২,৪৪১/-	৫০০/-	
০২	তালা	রাজাপুর-২ খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২১.৩৭	২,৮৭,৮৭৯/-	৫০০/-	
০৩	তালা	পাকুড়িয়া নদী (বদ্ধ) জলমহাল	১২০.২০	১০,৫৫,২৫০/-	৫০০/-	
০৪	তালা	বাঁশতলার খাল (বদ্ধ) জলমহাল	৩২.০৭	১,০৯,২০০/-	৫০০/-	
০৫	আশাশুনি	মোকামখালী খাল (বদ্ধ) জলমহাল	৪০.২০	১,১৯,৭০০/-	৫০০/-	
০৬	আশাশুনি	হিমখালী খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২০.২০	৩,০০,৮৮০/-	৫০০/-	
০৭	আশাশুনি	ধাপুয়ার খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২২.০৮	১,২৪,৮১০/-	৫০০/-	
০৮	আশাশুনি	তিতুখালী-২ খাল (বদ্ধ) জলমহাল	১৭.৪৩	৬৯,৪০১/-	৫০০/-	
০৯	শ্যামনগর	বড় সোড়ার খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২৮.৮১	৬৫,১০০/-	৫০০/-	
১০	শ্যামনগর	চর ভরাটি চুনার নদী (বদ্ধ) জলমহাল	২৬.২৮	২,৬০,০০০/-	৫০০/-	

এতদ্ব্যতীত জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও বিস্তারিত বিবরণ অফিস চলাকালীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে জানা যাবে।

২২.৪১.২৪

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা
ফোন-০২৪৭৭৭৪১০৭১
ই-মেইল-dcsatkhira@mopa.gov.bd

স্মারক নং: ৩১.৪৪.৮৭০০.০০৬.১০.২৪-৪৭

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪৩০ / ১১ জানুয়ারি ২০২৩

প্রাপক: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়/অবগতি ও কার্যার্থে)

০১। জেলা..... কর্মকর্তা (সকল)
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল) , সাতক্ষীরা
০৩। জেলা তথ্য অফিসার, সাতক্ষীরা [তাকে বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে সংশ্লিষ্ট এলাকার হাট/বাজারের ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো]
০৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য ও প্রযুক্তি শাখা [তাকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
০৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) , সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
০৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
০৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
০৮। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
০৯। সাব-রেজিষ্টার, সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
১০। চেয়ারম্যান,.....ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা,.....
১১। পোস্ট মাস্টার, সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
১২। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা,সাতক্ষীরা সদর/কলোরোয়া/তালা/আশাশুনি/দেবহাটা/কালিগঞ্জ/শ্যামনগর।
১৩। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,.....ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা.....[তাকে হাট বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাপক প্রচার করে অবহিত করার জন্য বলা হলো]
১৪। সভাপতি/সম্পাদক, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:, জেলা-সাতক্ষীরা।
১৫। নাজির, এস এ শাখা, সাতক্ষীরা কালেক্টরেট, সাতক্ষীরা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়/সদয় অবগতির জন্য)

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
০৪। উপ-পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/যশোর/মাগুরা/নড়াইল/ঝিনাইদহ/কুষ্টিয়া/মেহেরপুর/চুয়াডাঙ্গা।

১১.০১.২৩
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা